জীবন সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১। 'জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়।'

ক) কোন কবিতার অংশ?

⇒ উদ্ধৃতাংশটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'জীবন সঙ্গীত' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে, যা কবিতার অংশ।

খ) কবির নাম কি?

⇒ 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার কবি হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে, পিতা কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে, ১৮৩৮ খ্রী: ১৭ই এপ্রিল জন্মগ্রহন করেন। 'জীবন সঙ্গীত' নামক কবিতাটি তাঁর জীবনের একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

গ) কবির মতে জীবন কি রকম?

⇒ কবির মতে জীবন ক্ষনস্থায়ী। জীবন যেন রাতের স্বপ্নের মত হঠাৎ-ই শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া মানব জন্মই হল শ্রেষ্ঠ জন্ম। অনেক ভাগ্য বলে আমরা মানব জন্ম পাই, তাই পার্থিব জগতের ভোগ বিলাসে যদি আমরা জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করি তবে একসময় আমাদের আক্ষেপ বা আফশোস হবে, জীবনটা বৃথাই নষ্ট হল ভেবে। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার এই নিয়েই আমরা জীবন কাটাই। কিন্তু যখন পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয় কেউ সঙ্গে যায় না। তাই কবি এই স্বল্পস্থায়ী জীবনের সময়কে বৃথায় নষ্ট করতে না করেছেন।

ঘ) আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী?

⇒ আমরা ব্যক্তিগত সুখের কথাই সবসময় ভাবি। কিন্তু সুখ হচ্ছে মরীচিকার মত, সবসময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে। আমাদের জীবনের প্রায় সব দুঃখের পিছনে রয়েছে সুখের প্রত্যাশা। সুখের প্রত্যাশা বা আশা থেকেই দুঃখের জন্ম।

আমরা সবসময় কিছু না কিছু চাই, যা না পেলেই আমাদের জীবনে দুঃখ আসে। তাই কবি বলেছেন সুখের পিছনে দৌড়ানো আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ আমাদের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব দিতে হবে সেইসব কাজে যাতে দেশেরও দশের মঙ্গল হয়। তাই প্রত্যেককে নিজের নিজের কাজ করতে হবে এবং সেই কাজের মধ্যে দিয়ে জগতের উন্নতি করতে হবে। এটাই কবির মতে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

৪. 'আয়ু যেন পদ্মপত্র-নীর।'

(ক) 'নীর' কি?

→ উদ্ধৃতাংশটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'জীবন সঙ্গীত' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।
এখানে নীর হল জল।

(খ) পদ্মপত্রের উপরের নীরের বৈশিষ্ট্য কি?

→ পদ্মপত্র অত্যন্ত মসৃন, তাই তার উপড় জলের ফোঁটা পড়লে তা গড়িয়ে যায়। এক মুহূর্ত স্থায়ী হয় না। এটাই হলো পদ্মপত্রের উপরের নীরের বৈশিষ্ট্য।

(গ) আয়ুর বৈশিষ্ট্য কী?

→ আয়ু অর্থাৎ আমাদের জীবনকাল, অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী। অনাদি অনন্ত যে কাল প্রবাহ বয়ে চলেছে তার তুলনায় আমাদের এক জীবন বড়ই ক্ষুদ্র-সংক্ষিপ্ত। পদ্মপাতায় জল যেমন ক্ষনস্থায়ী, আমাদের জীবনকাল বা আয়ুও তেমনি অল্প সময়ের, কখন যে শেষ হয়ে যায় আমরা বুঝতেও পারি না, আপাতদৃষ্টিতে

classmate
Date
Page

দেখলে মনে হয় জীবন তো বেশ দীর্ঘ কিন্তু বাস্তবে তা 'নিশার স্বপন' অর্থাৎ রাতের স্বপ্নের মতই হঠাৎই ফুরিয়ে যায়।

(ঘ) কবি তাই কি উপদেশ দিয়েছেন?

→ কবি তাই উপদেশ দিয়েছেন যে সুখের পিছনে ছুটে বৃথা কালক্ষয় না করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ ব্যক্তিগত চাহিদাকে গুরুত্ব না দিয়ে জগতের কল্যান বা মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে হবে।

—×—

(২)(ক) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জন্ম কোনটি?

→ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জন্ম হল মনুষ্য জন্ম। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহন করা।

(খ) চেষ্টা করলে কি হয়?

→ জয়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজন চেষ্টার। তাই চেষ্টা করলে জয় অবধারিত।

(গ) সুখ সম্বন্ধে আমাদের ধারনা কেমন হওয়া উচিৎ?

→ সুখ মরীচিকার মত। আমরা 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না,' তাই সুখ বলতে শুধু নিজের সুখের কথা ভাবলে চলবে না। অন্যের সুখে সুখী হতে হবে। অর্থাৎ আমাদের অর্থ, ক্ষমতা সব কিছু দিয়ে জগতের কল্যান করতে হবে। তবেই আমরা প্রকৃত সুখ খুঁজে পাব।

(ঘ) সংসার আমাদের কেমন হওয়া উচিৎ?

→ কবি বলেছেন সংসারে, সংসারী সাজতে। অর্থাৎ নির্লিপ্তভাবে সংসারে নিজের নিজের কর্তব্য করে যেতে হবে। কিন্তু কখনোই

সংসারটাকে নিজের মনে করে স্বার্থপর হওয়া চলবে না।

(ঙ) পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস কি?

⇒ পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হল সময়। কারন কোন কিছুর বিনিময়েই আমরা এক মুহূর্ত সময় বেশী পেতে পারি না বা সময়কে ধরে রাখতে পারি না। সময় তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যায়, কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

(চ) মানুষের শক্তি ও সামর্থ কার কাছে হার মানে?

⇒ মানুষের শক্তি ও সামর্থ সময়ের কাছে হার মানে। যার যতই সম্পদ বা শক্তি থাকুক না কেন সময়কে সে বেঁধে রাখতে পারে না।

(৫) 'মহিমাই জগতে দুর্লভ।'

(ক) 'মহিমা' কি?

⇒ উদ্ধৃতাংশটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'জীবন সঙ্গীত' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে 'মহিমা' বলতে কীর্তি বা যশকে বোঝানো হয়েছে।

(খ) তা কি ভাবে আয়ত্ত করতে হয়?

⇒ মহাজ্ঞানী মহাপুরুষরা যে পথ অনুসরন করে পৃথিবীতে খ্যাতকীর্তি হয়েছেন, সেই পথ অনুসরন করে, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তা আয়ত্ত করতে হয়।

(গ) জগতে তা দুর্লভ কেন?

→ এই পৃথিবীতে সব জিনিস নশ্বর। একদিন না একদিন পৃথিবীর সব জিনিসই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, এই নশ্বর পৃথিবীতে একমাত্র অবিনশ্বর জিনিস হল মহিমা বা কীর্তি, বহু পরিশ্রম করে, প্রচণ্ড নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই এই কীর্তি অর্জন করা সম্ভবপর হয়, তাই জগতে তা দুর্লভ।

(ঘ) আমাদের জীবনে মহিমার দাম কি?

→ দাম দিয়ে কোনো জিনিস কতটা মূল্যবান বা প্রয়োজনীয় তা যাচাই করা হয়। জীবনের মহিমার দাম বলতে মহিমা কতটা মূল্যবান আমাদের জীবনের জন্য তা বোঝানো হয়েছে।

মহিমা আমাদের জীবনে দুর্লভ, কেননা প্রচণ্ড নিষ্ঠা, পরিশ্রমের ফলেই সাফল্য লাভ করা যায়। পৃথিবীতে কীর্তিমান হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। মনুষ্যজগতে যারা প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন তাদের অনুসৃত পথেই আমাদের চলে কীর্তি অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে হবে।